71

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ...

মুন্সীগঞ্জ ঃ গত এক বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমেছে

মুন্সীগঞ্জ, ২রা আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গত এক বছরে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক–শিক্ষিকার স্বল্পতা এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্তদের অবজ্ঞা প্রদর্শনই এর কারণ বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৯৯৩ সালে বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী জরিপকৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১ হাজার ২০১ জন; এ বছর স্কুলে ভর্তি শিশুর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩শ' ৭৩ জন। অর্থাৎ গত বছর ১৩ হাজার ৮শ' ২৮ জন শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ শতকরা ৬ দশমিক ৮৭ ভাগ শিশু স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি।

১৯৯৪ সালে শিক্ষা বিভাগের জরিপকৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩ হাজার ৪শ' ৮০। স্কুলে ভর্তি শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৪শ' ৩১। স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে চলতি সালে বঞ্চিত হচ্ছে ১৫ হাজার ৪৯ জন শিশু। চলতি বছর স্কুলের লেখাপড়ায় রক্ষিত শিশুর সংখ্যা শতকরা হিসেবে ৭ দশমিক ৩২ ভাগ। উক্ত হিসেব অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলতি বছর শিশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা হিসেবে ০ দশমিক ৪৫ ভাগ।

অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ১ থেকে ২/৩ জন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব স্কুলের মধ্যে রয়েছে বাংলা বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আধারা রাড়িপাড়, চরধাপটা, নলবুনিয়াকান্দি, মহেশপুর, জাজিরা কুঞ্জনগর, ডেকরাপাড়া প্রভৃতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কোন কোন স্কুলে নামমাত্র আসবাবপত্র নেই। ছাত্রছাত্রীদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয় এবং শিক্ষক–শিক্ষিকাগণকে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে কর্মরত থাকতে হয়। এছাড়া চক ডাস্টার ব্লাকবোর্ডের মত অপরিহার্য শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা গ্রাম এলাকার স্কুলগুলোতে নেই বললেই চলে।